**বিপত্তারিণী ব্রত**

*বিপত্তারিণী ব্রতের সময় বা কাল* – আষাঢ় মাসের শুক্লপক্ষের থেকে আরম্ভ করে , দশমীর ভেতর যে শনিবার ও মঙ্গলবার পড়ে সেই বারে এই ব্রত করার নিয়ম । সধবা মাত্রেই এই ব্রত করতে পারে ।

বিপত্তারিণী ব্রতের দ্রব বিধান – বড় নৈবেদে ১ টি, কয়েকটি কুচো নৈবেদে , একটা ভুজ্যি , ১৩ রকম ফুল , ১৩ রকম ফল কেটে দু -ভাগ করা ,একটা চুপড়িতে ১৩ গাছা লাল সুত ,পান , সুপারি ,চুন, খয়ের , ঘি ,ময়দা ইতাদি প্রয়োজন।

বিপত্তারিনী ব্রত পালনের নিয়ম ও ফর্দঃ

ব্রতের আগের দিন নিরামিষ খাবার খেতে হয়। আর ব্রতের দিন ফুল, মিস্টি, তেরোটি লুচি, খেয়ে উপবাস ভাঙতে হয়। পূজা দিতে হয় তেরো প্রকার ফল আর তেরো প্রকার ফুল দিয়ে। লাল সুতোয় তেরোটি গাঁট ও আট পাতার দুর্বা (অষ্টদুর্বা)দিয়ে বেঁধে একটা ডুরি তৈরি করে মেয়েদের ও ছেলেদের উভয়ই ডান হাতে বাঁধতে হয়( অথবা স্ব স্ব নিয়ম অনুযায়ী হাতে বাঁধতে হবে)। এটাকে সবাই মনে করেন বিপদে রক্ষাকবচ। আজএই পুজার দিন।

প্রতি বছর আষাঢ় মাসের শুক্লা তৃতীয়া থেকে নবমী তিথির মধ্যে যে কোনও শনিবার বা মঙ্গলবার এই ব্রত পালন করা হয়। এই ব্রত শুরু করলে তিন বছর, পাঁচ বছর, নয় বছর পালন করা উচিত। ব্রতের আগের দিন নিরামিষ বা একবার হবিষ্যান্ন গ্রহণ করা উচিত। এই ব্রতর প্রভাবে পূজারি ব্রাহ্মণকে দিয়ে ঘট স্থাপন করে হলুদ সুতো দিয়ে দুর্বা-সহ ঘটের মুখে বাঁধতে হয়। তারপর স্বস্তিবাচন করে নামগোত্র ধরে সংকল্প সূক্ত উচ্চারণ করতে হবে। অঙ্গশুদ্ধি, করশুদ্ধি করে পঞ্চদেবতার পাদ্যার্ঘ দিয়ে পুজো করতে হবে বিপত্তারিণী রূপী দুর্গার।

একটি সশীষ ডাব, একটি নৈবেদ্য, তেরো রকম ফুল, তেরো রকম ফল (আনারস নয়. ভাগ করে অবশ্যই),তেরো গাছি লাল কস্তাসুতো, তেরোটি দুর্বা, তেরোটি গোটা পান, তেরোটি সুপারি, তেরোটি পৈতা, তেরোটি লবঙ্গ, তেরোটি ছোট এলাচ, তেরোটি বড় এলাচ এবং পুজোর শেষে পুরোহিতকে যথাসাধ্য দান-ধ্যান ও দক্ষিণা দিতে হয় এবং পুজোর শেষে মন দিয়ে ব্রত কথা শুনতে হবে।

বারো মাসে যত ব্রত আছে, তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বিপত্তারিণী ব্রত। এই ব্রত পালন করলে জীবনে সুখ, শান্তি, সমৃদ্ধি বজায় থাকে। দেবী দূর্গার ১০৮ রূপের এক রূপ মা বিপত্তারিনী। শ্রী শ্রী নারদমুনি দেবাদিদেব মহাদেবকে জিজ্ঞাসা করায় উত্তর পেয়েছিলেন, আমাদের বিভিন্ন রূপের পুজো করা দেব-দেবীর মধ্যে এই ‘দুর্গে দুর্গতিনাশিনী অভয়বিনাশিনী বিপদতারিণী মা দুর্গে’, এই মা দুর্গারই একটা রূপ বিপত্তারিণী’। যে নারী ভক্তিভরে এই ব্রত পালন করেন, ভবসুন্দরী তার সব বিপদ দূর করেন। সে নারীকে কখনও বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করতে হয় না। মামলা, মোকদ্দমা, বিরহ যন্ত্রণা ইত্যাদি সকল বিপদ থেকে মা উদ্ধার করেন।

আষাঢ় মাসের শুক্লা তৃতীয়া থেকে নবমী তিথির মধ্যে যে কোন শনিবার ও মঙ্গলবার এই ব্রত পালিত হয়। বিপত্তারিনী ব্রত পালন করা হয় সংসারকে সব বিপদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য ।

যে ব্রত করে  ব্রতের আগের দিন তাকে হবিষ করে থাকতে হয় । ব্রতের জন্যে একটা ঘট পেতে তার ওপর আমের ডাল ও সরা দিতে হয় । এই সরাতে নানা রকমের ফল মূল দিয়ে মা দুর্গার পূজা করতে হয় । ১৩ টি ফুল ,ফল ও পিঠেও এর সঙ্গ দিতে হয়।

যে ব্রত করে তার জন্যে ১৩ টি ফল দু -ভাগ করে দিতে হবে এবং তার সঙ্গে পান সুপারি থাকবে । এই জিনিস গুলির একটা ভাগ ব্রাহ্মণকে দিতে হয় আর অন্য একটা ভাগ থাকবে ব্রতীর জন্যে।

১ টা পেতে আর ভোজ্য ব্রাহ্মণ কে দান করা নিয়ম । পুজোর শেষে ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা দিয়ে ১৩ টি গাট দেওয়া লাল সুত স্ত্রীলোকের বা হাতে আর পুরুষের ডান হাতে বেধে দিতে হয় । ব্রতীকে সেই দিন লুচি খেতে হয় ।

বিপদতারিনী ধ্যান মন্ত্রঃ
------------------------------

ওঁ কালাভ্রাভাং কটাক্ষৈররিকুলভয়দাং মৌলীবন্ধেন্দুরেখাম্ ।
শঙ্খং চক্রং কৃপাণং ত্রিশিখমপি করৈরুদ্বহন্তীং ত্রিনেত্রাম্ ।
সিংহাস্কন্ধাধিরুঢ়াং ত্রিভুবন – মখিলং তেজসা পুরয়ন্তীম্ ।
ধ্যায়েদ্ দুর্গাং জয়াখ্যাং ত্রিদশপরিবৃতাং সেবিতাং সিদ্ধিকামৈঃ ।।

এর অর্থ- কালাভ্র আভাং (এর অর্থ দুই প্রকার হয়, একটি স্বর্ণ বর্ণা অপরটি কালো মেঘের ন্যায়) কটাক্ষে শত্রুকূলত্রাসিণী, কপালে চন্দ্রকলা শোভিতা, চারি হস্তে শঙ্খ, চক্র, খড়্গ ও ত্রিশূল ধারিণী, ত্রিনয়না, সিংহোপরি সংস্থিতা, সমগ্র ত্রিভুবন স্বীয় তেজে পূর্ণকারিণী, দেবগণ- পরিবৃতা, সিদ্ধসঙ্ঘ সেবিতা জয়াখ্যা দুর্গার ধ্যন করি।

পুষ্পা ঞ্জলি মন্ত্রঃ
--------------------

নমঃ আয়ুর্দ্দেহি যশো দেহি ভাগ্যং ভগবতি দেহি মে | পুত্রান্ দেহি ধনং দেহি সর্ব্বান্ কামাশ্চ দেহি মে ||
হর পাপং হর ক্লেশং হর শোকং হরাসুখম্ |
হর রোগং হর ক্ষোভং হর মারীং হরপ্রিয়ে ||
সংগ্রামে বিজয়ং দেহি ধনং দেহি সদা গৃহে | ধর্ম্মার্থকামসম্পত্তিং দেহি দেবী নমোস্তু তে ||

এষ সচন্দন-পুষ্পবিল্বপত্রাঞ্জলিঃ নমঃ দক্ষযজ্ঞ বিনাশিন্যে মহাঘোরায়ৈ যোগিনী কোটিপরিবৃতায়ৈ ভদ্রকাল্যৈ ভগবত্যৈ দুর্গায়ৈ নমঃ ||

নমঃ মহিষগ্নি মহামায়ে চামুন্ডে মুন্ডমালিনি | আয়ুরারোগ্য বিজয়ং দেহি দেবী নমোস্তুতে ||
নমঃ সৃষ্টিস্তিতিবিনাশানাং শক্তিভূতে সনাতনি |
গুণাশ্রয়ে গুণময়ে নারায়ণি নমোস্তু তে ||

নমঃ শরণাগতদীর্নাত পরিত্রাণপরায়ণে |
সর্বস্যাতিহরে দেবী নারায়ণি নমোস্তু তে ||

এষ সচন্দন-পুষ্পবিল্বপত্রাঞ্জলিঃ নমঃ দক্ষযঞ্জ বিনাশিন্যে মহাঘোরায়ৈ
যোগিনী কোটিপরিবৃতায়ৈ ভদ্রকাল্যৈ ভগবত্যৈ দুর্গায়ৈ নমঃ ||

কালি কালি মহাকালি কালিকে কালরাত্রিকে | ধম্মকামপ্রদে দেবি নারায়ণি নমোস্তু তে ||
লক্ষ্মি লজ্জে মহাবিদ্যে শ্রদ্ধে পুষ্টি স্বধে ধ্রুবে |
মহারাত্রি মহামায়ে নারায়ণি নমোস্তু তে ||
কলাকাষ্ঠাদিরূপেণ পরিণামপ্রদায়িনি |
বিশ্বস্যোপরতৌ শক্তে নারায়ণি নমোস্তু তে ||

এষ সচন্দন-পুষ্পবিল্বপত্রাঞ্জলিঃ নমঃ দক্ষযঞ্জ বিনাশিন্যে মহাঘোরায়ৈ
যোগিনী কোটিপরিবৃতায়ৈ ভদ্রকাল্যৈ ভগবত্যৈ দুর্গায়ৈ নমঃ ||

প্রনাম মন্ত্রঃ
--------------

ওঁ সর্ব্ব মঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোহস্তুতে।।
ওঁ সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশানাং শক্তিভ’তে সনাতনি।
গুনাশ্রয়ে গুণময়ি নারায়ণি নমোহস্তুতে।।
ওঁ শরণাগতদীনার্ত্ত- পরিত্রাণায়-পরায়ণে।
সর্ব্বস্যার্ত্তি হরে দেবি নারায়ণি নমোহস্তুতে।।
ওঁ জয়ন্তী মঙ্গলা কালী ভদ্রকালী কপালিনী |
দুর্গা শিবা ক্ষমা ধাত্রী স্বাহা স্বধা নমোস্তু তে ||

*বিপত্তারিণী ব্রত কথা* – পুরকালে নারদ ঋষি বেড়াতে বেড়াতে একদিন কেলাস -এ গিয়া উপস্থিত হলেন । সেখানে শিব ও দুর্গা কে প্রণাম করে জিজ্ঞাসা করলেন, – ”প্রভু , আপনিতো মঙ্গল ময় আর সব রকম মঙ্গল এর কারণ , এখন বলুন তো , কি ব্রত করলে মানুষ সন রকম বিপদ থেকে মুক্তি পেতে পারে ?”

নারদের কথা শুনে মহাদেব বললেন, “যে স্ত্রীলোক বিপত্তারিণীর ব্রত করে, সে সব রকম বিপদ থেকেই উদ্ধার পায়।” নারদ জিজ্ঞাসা করলেন, “পূর্বে এই ব্রত কে করেছিলেন , তার নিয়ম কি এবং ফল কি অনুগ্রহ করে আমাকে বলুন।”

নারদের এই কথা শুনে মহাদেব বললেন, “পুরকালে বিদর্ভ রাজ্যে এক সত্য নিষ্ঠা রাজা ছিলেন। তার স্ত্রীও ছিলেন নানা গুনে সম্পন্ন। ঘটনা চক্রে একদিন চমারের বউয়ের সঙ্গে তার পরিচয় হয়।

লুকিয়ে লুকিয়ে তারা অনেকে জিনিসপত্র দেওয়া নেওয়া করতে লাগলো। একদিন দুজনের নানা কথাবার্তা বলার মাঝখানে রাণী বললেন কখনো গোমাংস আমি দেখিনি তুমি একটু গোমাংস আমাকে লুকিয়ে এনে দিতে পারো ?

এরপরে রাণীর কথামত চামর বউ একদিন একটু গোমাংস বেশ ঢাকাঢুকি দিয়ে এনে রানীকে দিয়ে গেল। রণীও সেটা নিজের ঘরে ঘরে লুকিয়ে রাখলেন। ক্রমে কথাটা রাজার কানে গিয়ে উঠল এবং রাজা খুবই রেগে গেলেন।

পরক্ষণেই তিনি অন্তঃপুরে গিয়ে রানীকে বললেন "তোমার ঘরে তুমি কি লুকিয়ে রেখেছ শিগগির আমাকে দেখাও। তা নাহলে তোমার গর্দান যাবে।"

রাজার রাগ দেখে রাণীর খুব ভয় হল। কাঁপতে কাঁপতে রাণী বললেন আমার ঘরে নানা রকম ফলমূল আছে প্রভু।" রাজাকে এইকথা বলার পর রানি ঘরে ঢুকে মনে মনে মা দুর্গাকে খুব ডাকতে লাগলেন। রাণী মনে মনে বললেন, "মা বিপত্তারিণী !

আমি আজ খুব বিপদে পড়েছি, আমাকে আশ্রয় দাও মা, এ বিপদ থেকে উদ্ধার মা, আমি সারা জীবন তোমার ব্রত পালন করব।" রাণীর প্রার্থনায় দেবী সন্তুষ্ট হয়ে অভয় দিয়ে বললেন, তোমার স্তবে আমি সন্তুষ্ট হয়েছি, তোমার ঘরে যা ছিল সেটা এখন ফলমূল হয়ে গেছে।

তুমি এখন সেগুলো রাজাকে গিয়ে দেখাও, রাজা খুবই সন্তুষ্ট হবেন।" মা দুর্গার কথা মত রাণী ঘরে গিয়ে দেখলেন যে চুপড়িতে গোমাংসের বদলে রয়েছে একরাশ ফলমূল। রাণী তখন সব এনে রাজাকে গিয়ে দেখালেন আর রাজও খুবই সন্তুষ্ট হলেন। ক্রমেই রাণী ও ঐ ব্রত করতে লাগলেন ও অনেক সুখ লাভ করে দেহ ত্যাগের পর স্বর্গে চলে গেলেন।

মা বিপত্তারিণী চণ্ডী মাতার ব্রত কথা
-------------------------------------------------

একদিন গঙ্গাস্নান করিবার তরে।

দেবর্ষি গমন করেন জাহ্নবীর নীড়ে।।

তথায় তীরেতে বসি দেবকণ্যাগণ।

জিজ্ঞাসিল ঋষিবরে করিয়া দর্শন।।

বিল্বপত্র ধান্য দূর্ব্বা পুষ্প রাশি রাশি।

কোথা হোতে আসি দেবে যাইতেছে ভাসি।।

প্রতিদিন হেতা মোরা স্নান করি যাই।

কোনো দিন এই রূপ দেখিতে না পাই।।

ত্রিকালজ্ঞ হও তুমি ওহে ঋষিবর।

তুষ্ট কর দিয়া তুমি প্রশ্নের উত্তর।।

নারদ বলেন সবে শুন মন দিয়া।

বলিতেছি সব আমি বিস্তার করিয়া।।

সৃষ্টি স্থিতি লয় হয় কটাক্ষেতে যাঁর।
তাহার স্বরূপ বর্ণনে শক্তি আছে কার।।
অনন্ত স্বরূপ তার অনন্ত মহিমা।
কে পাইবে বল তার মহিমার সীমা।।
ভিন্ন ভিন্ন রূপ ভিন্ন পূজার বিধান।
ভিন্ন ভিন্ন রূপ দিয়া করে ভক্তে ত্রাণ।।
দুই তিন লীলা তার করিব বর্ণন।
মন দিয়া সবে তাহা করহ শ্রবণ।।
দুর্গারূপে যেই ভাবে সুরত রাজায়।
রক্ষা দেবী করে এরে বর্ণ আমি তায়।।
পরম ধার্মিক রাজা সুরত রাজন।
চন্দ্রবংশে জন্ম তিনি করেন ধারন।।
শত্রুগ তার রাজ্য করিল হরণ।
গোপনে করেন তিনি অরণ্যে গমন।।
তথায় বেধস মুনি তারে মন্ত্র দিল।
দূর্গারূপ ধ্যান করি দেবীকে তুষিল।।
তুষ্ট হয়ে নৃপতিকে দিলা দেবী বর।
বর পেয়ে রাজা অতি প্রফুল্ল অন্তর।।
নিজ শত্রুগণে করি সমূলে সংহার।
নষ্ট রাজ্য পাইলেন তিনি পুনর্ব্বার।।
মঙ্গলচন্ডীকার রূপ করিয়া ধারন।
যে লীলা করিলা দেবী শুনহ এখন।।
সদাগর ছিল এক নাম ধণপতি।
লহনা খুল্লনা তার দুইতি যুবতী।।
খুল্লনার প্রতি স্বামী ছিল পতিকূল।
স্বামীর ভয়েতে ধণী সর্বদা ব্যাকুল।।
মঙ্গলচন্ডীকা দেবী করি আরাধন।
স্বামীকে আপন বশে করে আনয়ন।।
তৎপর বাণিজ্যে যাত্রা করে সওদাগর।
খুল্লনাকে বলে তথা আসিতে সত্বর।।
দেবীর পূজায় ছিল খুল্লনা তখন।

আসিতে পারিল না সে ত্বরা সে কারণ।।

সদাগর যেয়ে তথা বিলম্ব দেখিয়া।

ভাঙ্গিঁল দেবীর ঘট ক্রোধে দন্ড দিয়া।।

বাণিজ্যে যাইয়া কষ্ট বিস্তর পাইল।

খুল্লনার পূণ্যফলে প্রাণেতে বাঁচিল।।

হেথায় খুল্লনা ল’য়ে ভাঙ্গাঁ ঘট শিরে।

দেবীর নিকট ক্ষমা চাহে সকাতরে।।

বহু বর্ষ সদাগর আসিল না দেশে।

খুল্লনা দেবীর পূজা করি সবিশেষে।।

শ্রীমন্ত বালক পুত্রে নৌকা আরোহণে।

পাঠাইয়া দিল স্বীয় পিতৃ অন্বেষণে।।

সেও বহুতর কষ্ট বিদেশে পাইয়া।

জণনী পূণ্যে ফিরে পিতাকে পাইয়া।।

দেবীর চরিত্র অন্য করিব ব্যাখ্যান।

শ্রবণ করহ তাহা সবে দিয়া কান।।

বৃন্দাবনে কাত্যায়ণী রূপে তার স্থিতি।

পুন্যাত্মা হয় পূজি ব্রজের যুবতী।।

কৃষ্ণ যাতে পতি হন এ কামনা করি।

কাত্যায়ণী ব্রত করে ব্রজের কুমারী।।

একমাস যমুনায় করে পাতঃস্নান।

তীরে উঠি দেবী মূর্তি করিয়া নির্ম্মাণ।।

অগুরু চন্দন আদি সুগন্ধি সকল।

বিবিধ প্রকার মিষ্ট নানাবিধ ফল।।

দেবীর পূজায় সব করিয়া অর্পন।

দেবীর ধ্যানে সবে হয় নিমগন।।

তারপর হবিষ্যান্ন করিয়া সকলে।

রাত্রিতে শয়ন করি থাকয়ে ভূতলে।।

এরূপ কঠিন ব্রত করে একমাস।

তাহাতে সম্পূর্ণ হয় সকলের আশ।।

সবাকারে বর দিল শ্রীনন্দন।

অচিরে সবার হবে বাসনা পূরণ।।

এইরূপ নানা স্থানে ধরি রূপ নানা।
পূর্ণ করে মহাদেবী ভক্তেরে বাসনা।।
দেবর্ষী বলেন শুন দেবকন্যাগণ।
হইল দেবীর তিন লীলা বর্ণন।।
তাঁহার অনন্ত লীলা অনন্ত মহিমা।
অনন্ত বলিয়া যার না পাইল সীমা।।
বিপদ্-তারিণী ব্রত হয় যে প্রকার।
এখন বর্ণিব সেই লীলা চমৎকার।।
একদিন নানা স্থানে করিয়া ভ্রমণ।
উপনীত হইলাম কৈলাস ভুবন।।
দেখিলাম হর গৌরী বসি একাসন।
নানাবিধ তত্ব কথা করে আলাপন।।
হেনকালে পদ্মা আসি জিজ্ঞাসিল মায়।
বল দেবী কি কারণে সকলে তোমায়।।
বিপদ্-তারিণী নামে অভিহিত করে।
তোমাকে পূজিয়া কার দুঃখ গেলে দূরে।।
পদ্মার মুখের প্রশ্ন শুনি ভগবতী।
বলিতে লাগিল তবে শঙ্করের প্রতি।।
দেখ নাথ পদ্মা মোর দাসীর প্রধান।
কৃপা করি প্রশ্নের কর উত্তর প্রদান।।
শ্রীমুখে করিল যাহা শঙ্কর বর্ণন।
বলিতেছি তাহা সবে করহ শ্রবণ।।
আষাঢ়ের শুক্ল পক্ষে দ্বিতীয়ার পরে।
শনি বা মঙ্গলবার যেই দিন পড়ে।।
সেই দিন অতিশয় হয়ে সাবধান।
যথাবিধি দেবী পূজা কর সমাধান।।
পূর্ব্বদিনে হবিষ্যান্ন করি যথারীতি।
পরদিন শুদ্ধভাবে ব্রতে হবে ব্রতী।।
সফল পল্লব দিয়া ঘটের উপর।
সঙ্কল্প করিয়া ঘট স্থাপ তারপর।।
বিবিধ নৈবেদ্য ফল বিবিধ প্রকার।

তন্ডূল নির্মিত রম্য পিষ্টকাদি আর।।

অখন্ডিত গুয়া পান আর তাতে ধরি।

প্রতি দ্রব্য সাজাইবে ত্রয়োদশ করি।।

এই ভাবে দ্রব্য সব করি নিবেদন।

বিপদ্-তারিণী মায়ে করি আয়োজন।।

বিপদ্-তারিণী মায়ে কর নিবেদন।

অনন্তর যত্নে বিপ্রে করায়ে ভোজন।

উপবীত সহ কর দক্ষিণা অর্পণ।।

ভক্তিভাবে এই ব্রত করে যে রমণী।

সদা রক্ষা করে তারে বিপদ্-তারিণী।।

পুত্রবতী হয়ে সেই সুখে কাঁটে কাল।

কখনো ভুগে না কোন আপদ জঞ্জাল।।

পুজোর উপকরণের পুষ্প, ফল, ইত্যাদি সবকিছুই ১৩টি করে নিবেদন করতে হয় , এমনকি হাতে ধারণ করার লালসুতোটিতেও ১৩টি গ্যাট / গ্রন্থি দেওয়ার বিধান রয়েছে। ঘট, আমের পল্লব, শীষ সমেত ডাব, একটি নৈবেদ্য, তেরোরকম ফুল, দু ভাগে কাটা তেরো রকম ফল। ©মন্ত্র শিক্ষা-"পুরোহিত দর্পণ"। আলাদা ঝুড়িতে তেরোটা গোটা ফল, তেরো গাছি লালসুতো, তেরোটি দুর্বা, তেরোটি পান ও তেরোটি সুপুরি দিতে হয় । দেবী ভগবতী / মা কালী শুধু জবা ফুলেই তুষ্ট থাকেন, তাই মায়ের পুজোয় লাল জবা অতি আবশ্যক, লাল জবা ফুলের পুষ্পাঞ্জলি দ্বারাই মায়ের পুজো সম্পন্ন হয়
পুজোর শেষে পুরোহিতকে যথাসাধ্য দান-ধ্যান ও দক্ষিণা দিতে হয় এবং পুজোর শেষে মন দিয়ে ব্রত কথা শুনতে হয়। ব্রতের আগের দিন নিরামিষ আহার করতে হয় , ব্রতের দিন পুজো করে ব্রতকথা শুনে ফল-মিষ্টি বা লুচি খেয়ে উপোস ভাঙেন ভক্তরা । এরপরেই লাল সুতোয় তেরোটি গিঁট দিয়ে তেরোটি দূর্বা বাঁধতে হয়।

বিপত্তারিণীর ব্রতের ফল – এই ব্রত করলে সংসারে কোন বিপদ আপদ থাকেন। মা বিপত্তারিণী তাকে সকল বিপদ থেকে উদ্ধার করেন।

*****************************************************************

অম্বুবাচী র ভিতরে বিপদতারিনী পূজা পড়েছে পূজা কী করা যাবে ?....অবশ্যই করা যাবে।

Published on: Jan, 09 2023 14:42

## অম্বুবাচী মধ্যে বিপত্তারিণী পূজার বিধান –

"*বিরোধো যত্র বাক্যানাং প্রামাণ্যং তত্র ভূয়সাং । তুল্য প্রমাণ সত্ত্বে তু ন্যায়এব প্রবর্ত্তকঃ ।।*" জীমূতবাহন ।।

যেস্থানে বাক্যের বিরোধ উপস্থিত হয় সেইস্থানে সংখ্যা গরিষ্ঠ শাস্ত্রীয় প্রমাণই গ্রহণীয়।

"*বেদাঃ প্রমাণং স্মৃতয়ঃ প্রমাণং ধর্ম্মার্থসংযুক্তবচঃ প্রমাণং । যস্য প্রমাণং ন ভবেৎ প্রমাণং কস্তস্য কুর্য্যাদ্বচনং প্রমাণং ।।*" যমঃ
বেদ সকল প্রমাণ স্মৃতি সকল প্রমাণ , ধর্ম্মার্থযুক্ত বচন অর্থাৎ ধর্ম্মনিবন্ধ সকলও প্রমাণ । এই সকল প্রমাণ উল্লঙ্ঘন পূর্বক যে ব্যবস্থা প্রদান করা হয় উহা প্রমাণ হিসাবে কোন ভাবেই গ্রহন যোগ্য নয় ।"*ধর্ম্মার্থযুক্ত বচনং" মীমাংসকসন্নিবদ্ধবাক্যম্* ।অর্থাৎ মীমাংসক-অনুমোদিত সংনিবদ্ধসকলের বাক্য। ধর্ম্মং জিজ্ঞাসমানানাং প্রমাণং পরমং শ্রুতিঃ। দ্বিতীয়ং ধর্ম্মশাস্ত্রন্তু তৃতীয়ং লোক সংগ্রহঃ ।।মহাভারত ।।

"*কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্ত্তব্যো বিনির্ণয়ঃ । যুক্তিহীনবিচারে তু ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে ।।*" বৃহস্পতিঃ ।।
বৃহস্পতি বলেছেন যুক্তিহীন কেবলমাত্র শাস্ত্রকে আশ্রয় করে সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিৎ নয়। যুক্তিহীন সিদ্ধান্ত ধর্ম্মের হানি কারক হয়।

**"ধর্মশাস্ত্র বিরোধে তু যুক্তিযুক্তো বিধিঃ স্মৃতঃ । ব্যবহারো হি বলবান্ ধর্মস্তেনাবহীয়তে "** ।। নারদঃ ।। ( যুক্তির্ন্যায় – ইতি ) ।।
নারদ বলেছেন ধর্মশাস্ত্রের বিরোধ হ'লে যুক্তিগ্রাহ্য ( ন্যায় সম্মত ) বিধিই গ্রহনীয় ,যদি ধর্মশাস্ত্র এবং ন্যায় সম্মত অর্থাৎ যুক্তি গ্রাহ্য সিদ্ধান্ত না পাওয়া যায় । কেবল মাত্র সেই ক্ষেত্রেই বহুকাল চলেআসা ব্যবহার গ্রহণীয় অন্যথায় নয়।

***বহুবৎসরধরে পালনকরে আসা ব্রতকে নিত্যব্রত বলা হয় । "যেন কেনাপি কার্য্যাণি নৈব নিত্যানি লোপয়েৎ ।।"*** বৌধায়ন ।।
বৌধায়ন বলেছেন নিত্যকর্ম অবশ্যকর্ত্তব্য জানিয়া যেমন – তেমন করিয়াও করিতে হইবে , কোনভাবেই ( বন্ধ ) লোপকরা চলিবে না।
বহুকালিক সংকল্পো গৃহিতশ্চ পুরা যদি । মৃতকে সূতকেচৈব ব্রতং তন্নৈব দুষ্যতি ।। পুলস্ত ।। ঋষি পুলস্ত বলেছেন বহুকালধরে করে আসা যেকোনব্রত মৃতাশৌচ কিংবা জননাশৌচেও বন্ধ হয় না ।।

ভগবতী র ষোড়শ যাত্রা র মধ্যে অন্যতম হলো অম্বুবাচী যাত্রা । অম্বুবাচী কথাটি এসেছে সংস্কৃত শব্দ " অম্বু " ও " বাচী " থেকে । " অম্বু " শব্দের অর্থ হলো জল এবং " বাচী " শব্দের অর্থ হলো বৃদ্ধি । মিথুন রাশির আদ্রা নক্ষত্রের প্রথম চরণে সূর্যের অবস্থানকালে মাতৃস্বরূপা পৃথিবী এবং আদ্যাশক্তি মহামায়া ঋতুমতী বা রজস্বলা হয়ে থাকে ইহাই অম্বুবাচী নামে প্রসিদ্ধ । বহুজন মানসে প্রশ্ন উত্তাশৌচ কালে বিপত্তারিণী পূজা কিভাবে সম্ভব ? বিপত্তারিণী পুজা আষাঢ় মাসের দ্বিতীয়ার পরে দশমীর পূর্বে শনি ও মঙ্গলবারে করণীয় সুনির্দিষ্ট একটি কর্ম যথা –
**আষাঢ়স্য সিতে পক্ষে দ্বিতীয়ায়াঃ পরং মুনে । পূর্ব্বং দশম্যান্তমধ্যে শনিভৌমদিনে তথা ।।** এই ব্রতাচরণে স্বইচ্ছানুযাই সংযোজন কিংবা বিয়োজন করা যায় না, করলে কর্মের কোন ফললাভ হয় না । লোগাক্ষ বলেছেন - গণিতাজ জ্ঞায়তে কালো যত্র তিষ্ঠন্তি দেবাতাঃ । বারমেকন্থতিঃ কালে নাকালে লক্ষ কোটয়ঃ ।। লোগাক্ষ ।। কামাখ্যা মাহাত্ম্যে উল্লিখিত মৎস্যসূক্তের ৫৮ পটলে বলা হয়েছে ইতিপূর্ব থেকে করে আসা ব্রত অম্বুবাচীর মধ্যেও অবশ্য করা যায়, যথা – ধরণ্যামৃতুমত্যাং তু তথা সপ্ত দিনানি চ । ঋতুমত্যাং ন কুর্ব্বীত পূর্ব্বসঙ্কল্পিতাদৃতে ।।

Published on: Jan, 09 2023 14:42